কার্পাসডাঙ্গায় কবি কাজী নজরুলের গানের সুর বিকৃত প্রতিবাদে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা শহীদ হাসান চত্বেও আজ শনিবার বিকাল সাড়ে তিনটার সময় কার্পাসডাঙ্গা নজরুল স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত গান “কারার ঐ লৌহ কপাট” এর সুর বিকৃত করার প্রতিবাদে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন কার্পাসডাঙ্গা নজরুল স্মৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল, প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ, শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল এবং বাঁশরীর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার নজরুল সঙ্গীত প্রশিক্ষক নিশাত শারমিন সোনিয়া।

মানববন্ধনে প্রধান অতিথি বক্তব্য বলেন, ভারতীয় বলিউড চলচিত্র পিপ্পা সিনেমায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সুর বিকৃত করেছেন ভারতীয় সঙ্গীত সুরকার এ আর রহমান। যা আমাদের সংস্কৃতির প্রতি তীব্র অবমাননা এবং কবির প্রতি অসম্মানের শামিল। গানটি ইউটিউব চ্যানেল এবং পিপ্পা সিনেমা থেকে দ্রূত অপসারণ করতে হবে এবং আদি সুরে গানটি বহাল করতে হবে।যদি না করা হয় তবে সামনে বৃহৎ কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। এই ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আর্কষণ করেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তবলা শিল্পী নাসির উদ্দীন,চুয়াডাঙ্গা বন্ধু ফাউন্ডেশনের এরিয়া ম্যানেজার আরব বিল্লাহ সহ বন্ধু ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ,কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন কিশোর-কিশোরীর ক্লাবের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, হোগলডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক তানভীর রহমান লিঙ্কন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বাউল কল্যাণ সংস্থার সভাপতি নওয়াব আলী শাহ,আশরাফুল মিঠুন,বিল্লাল, এস এম সেলিম, সংলাপ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির সাধারণ সম্পাদক আহসান খান, নুর আলম, জয়নাল আবেদিন, আব্দুল গনি, দৌলত বিশ্বাস, কুদ্দুস,

কার্পাসডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজের রোভার স্কাউট হাবিব সহ তার দল।

মানববন্ধনে কার্পাসডাঙ্গা নজরুল স্মৃতি সংসদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য, সংলাপ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, বাঁশরী এবং চুয়াডাঙ্গা বন্ধু ফাউন্ডেশন।

আলমডাঙ্গার পাইকপাড়ায় সড়কে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ

নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করার অভিযোগে আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামের একটি সড়কের নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শনিবার সকালে ওই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় ওই কাজ বন্ধ করে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর আলমডাঙ্গা উপজেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আইলহাঁস ইউনিয়নের পাইকপাড়া ডালিমশাহ মাজার থেকে পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ১২০ মিটার সড়ককে পাকা সড়কে উন্নীত করার কাজ শুরু হয়। প্রায় ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের এই অংশের একটি কাজের মান নিয়ে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ।

আজ শনিবার সকালে পাইকপাড়া এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, সাত ফিট প্রস্থের ওই সড়কের কোথাও বালি আছে ইটের খোয়া নেই, কোথাও সড়কের মধ্যে নিম্নমানের ইটের টুকরা ট্রাক্টরে করে ফেলা হচ্ছে। এ নিয়ে এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় আজ কাজ বন্ধ করে দেয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে পাইকপাড়া এলাকার অন্তত তিনজন ব্যক্তি বলেন, এই রাস্তাটি পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাসহ স্থানীয়রা ব্যবহার করেন। দীর্ঘদিন কাদাঁ-মাটির

রাস্তায় চলাচলে স্কুলের শিক্ষার্থীদের কষ্ট পোহাতে হত। তবে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করছে।

এলজিইডির আলমডাঙ্গা উপজেলা কার্যালয়ের সহকারী প্রকৌশলী লিয়াকত আলী বলেন, চুয়াডাঙ্গার একজন ঠিকাদার সড়কটি কাজ করছেন। তবে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নিম্নমানের সামগ্রী তুলে ভালো মানের ইট ব্যবহারে নির্দেশে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

নিম্নমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগের বিষয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক জহুরুল ইসলামের সাথে মোবাইলে কথা হলে তিনি জানান, ‘কাজটি অনেক আগের প্রকল্পের। তখন নির্মাণসামগ্রীর দাম কম ছিল, এখন দাম বেড়েছে। যেহেতু অভিযোগ উঠেছে, আমরা এখন উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে ভালো করে কাজ করব। এছাড়া অভিযোগের ইটগুলো অপসারণ করা হচ্ছে এবং আরো ভালো মানের ইট দেওয়া হচ্ছে।

ড্রাইভিং লাইসেন্সে জন্মতারিখ সংশোধনের দাবীতে চুয়াডাঙ্গায় চালকদের মানববন্ধন

পেশাদার গাড়ি চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুল হওয়া জন্মতারিখ সংশোধন ও স্মার্টকার্ড প্রাপ্তিতে সিথিলতা প্রদানের দাবীতে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন করেছেন পেশাদার গাড়ি চালকরা। আজ শনিবার (২৫ নভেম্বর) সকাল ১০টায় শহরের শহীদ হাসান চত্বরে চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর ও মাগুরা জেলার শতাধিক ভুক্তভোগী গাড়িচালক এ মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, কয়েক বছর ধরে স্থানীয় বিআরটিএ কার্যালয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফাইল পড়ে আছে। এসব আবেদনপত্রের কোন সুরাহা হচ্ছে না। ইতিমধ্যে জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী জন্ম তারিখ সংশোধনের দাবী তুলে গত তিনমাসে আরো দু’বার মানববন্ধন করা হয়। একজন পেশাদার চালক ৪/৫ বার নবায়ন করে স্মার্ট

কার্ড পাওয়ার পরও বর্তমানে জন্ম তারিখ ভুলের কারণে ড্রাইভিং লাইসেন্স এর নবায়ন করতে পারছেন না। ৪৭৭ নং স্মারকে ২০০১ সালে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য একটি প্রজ্ঞাপন হয়েছিল। ওই প্রজ্ঞাপনের পর জানামতে ২০১৬ সালে জন্ম তারিখ সংশোধনের জন্য আরো একটি প্রজ্ঞাপন জারি হয়। বর্তমান প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ভলিউমে সঠিক তথ্য থাকা চালকদের জন্ম তারিখ সংশোধন পূর্বক নবায়নের সুযোগ এবং নন-স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স-এ সিথিলতা করে দ্রুত স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় যেসব ভলিউমে জন্ম তারিখ সংশোধন করা হয়েছে এ সকল নবায়নের লাইসেন্সগুলো পূর্বের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী দ্রুত নবায়নের সুযোগ দিয়ে স্মার্ট কার্ড প্রদান করতে হবে। পূর্বে ২০ বছরের উর্দ্ধে পেশাদার ডাইভিং লাইসেন্স দেয়া হতো। বর্তমানে ২০২১ সালের দিকে এক প্রজ্ঞাপনে ২১ বছরের উর্দ্ধে পেশাদার ডাইভিং লাইসেন্স দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। পূর্বে যারা ২০ বছর বয়সের উর্দ্ধে লাইসেন্স পেয়েছেন তারা বর্তমানে নবায়ন করতে এসে ২০২১ সালের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ২১ বছরের সীমায় অর্থাৎ দেড় বছরের বয়স সীমায় আটকে যাচ্ছন।

তারা আরো বলেন, অনেক চালকের শ্রেণি সংযোজন, শ্রেণি পরিবর্তন, নথিভুক্ত কার্যক্রম এর কয়েক বৎসরের মধ্যে এখনও পর্যন্ত জটিলতা নিরসন হয়নি। অনেক চালকের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়ার পরও জন্ম তারিখের জটিলতার কারণে তারা লাইসেন্স পাচ্ছেন না। প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করেছেন। তাদের জীবন যাতে বিপন্ন না হয় সেই বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী দেখবেন বলে আন্দোলনকারী চালকদের বিশ্বাস। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন, পেশাগত দিক বিবেচনা এবং চালকদের পরিবার-পরিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে মানবতা ও সহানুতির সাথে বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

এসময় মানববন্ধনে শ্রমিক নেতাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা বাস মিনিবাস মাইক্রোকার কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিপন মন্ডল, আন্তজেলা ট্রাক ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মামুন অর রশিদ মামুন,শ্রমিক নেতা সিরাজুল ইসলাম, মিল্টু জোয়র্দ্দার প্রমুখ।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ট্রাক ট্যাংকলরী ট্র্যাক্টর কার্ভাড ভ্যান দাহ্য পদার্থ বহনকারি ব্যাতিত শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ রফিক, প্রচার প্রকাশনা

সম্পাদক আজগার উদ্দিন মুন্না, প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলার বাস মিসিবাসের চালকবৃন্দরা।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের স্লো- ফায়ারিংয়ের শুভ উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ২০২৩-২৪ মৌসুমে আখ মাড়াই উপলক্ষে চিনিকলের বয়লিং হাউজে স্লো-ফায়ারিং আগুন নিক্ষেপের মাধ্যমে শুভ উদ্ধোধন অনুষ্টিত হয়েছে।

শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) দুপুর ২ টায় কেরুজ বয়লিং হাউজের সামনে স্লো-ফাযারিং উপলক্ষে মিল হাউজের বয়লার বিভাগে এক আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর সুযোগ্য ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন,কেরু চিনিকলের মহাব্যাবস্থাপক অর্থ আব্দুস সাত্তার,জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া,চিনিকলের কারখানা মহাব্যাবস্থাপক সুমন কুমার সাহা,এ ডি এম ইউসুফ আলী,ষ্টোর কিপার ইনচার্জ লিংকন ঢালী,কেরু শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ,সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ,সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী,সাবেক সহ সাধারন সম্পাদক খবির উদ্দিন,এ অনুষ্টানের দোয়া পরিচালনা করেন কেরু জামে মসজিদের পেশ ইমাম সামসুজোহা,ও মুয়াজ্জিন নেছার উদ্দিন,অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সহ সাধারন সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান।

এ বছর মাড়াই মৌসুমে ১ লাখ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৪ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। চিনিকলের নিজস্ব ১ হাজার ৫৫০ একর জমিতে ২৪ হাজার মেট্রিক টন আখ উৎপাদন করেছিল। এবং কৃষকের ৬ হাজার ৯৮২ একর জমির ৯৪ হাজার মেট্রিক টন আখ লাগিয়েছিলো। কিন্তু এবার মাত্র ৪৫ দিবসে আখ মাড়াই কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে বলে ধারনা করছে কেরুজ কতৃপক্ষ।

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদার জয়রামপুরে ট্রেনের যাত্রা বিরতি বহাল রাখার জন্য এলাকাবাসী মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর রেলস্টেশন এর নকশি কাঁথা মেইল ট্রেনের যাত্রা বিরতি পুনরায় বহাল রাখার জন্য মানববন্ধন করেন জয়রামপুর গ্রামসহ আশেপাশের গ্রামের সাধারণ মানুষ। প্রতিনিধিত্ব করেছেন জয়রামপুর মানব কল্যাণ এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মিলন মাহমুদ ও সেনা সদস্য লাজিব সিদ্দিক। আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে চারটায় জয়রামপুর স্টেশন প্ল্যাটফর্মে এই মানববন্ধন করা হয়।

বাংলাদেশের প্রথম রেল যোগাযোগ স্থাপন হয় দর্শনা থেকে জগতি। ১৮৬২ সাল থেকে দর্শনা থেকে জগতি রেল যোগাযোগের প্রথম হলেও এলাকার মানুষের দাবি জয়রামপুর প্রথম স্টেশন। চুয়াডাঙ্গা জেলার ঐতিহ্যবাহী কৃষি পণ্যবাহী প্রথম স্টেশন নামে খ্যাত জয়রামপুর রেলস্টেশন। এই ঐতিহ্যবাহী রেল স্টেশনে আন্তঃনগর ট্রেন যাত্রা বিরতি না থাকলেও মেইল ট্রেনগুলো যাত্রা বিরতি করত। জয়রামপুর থেকে কৃষি পণ্য ঢাকা খুলনা রাজশাহী বিভিন্ন এলাকায় বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যাওয়ার প্রধান বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হতো নকশি কাঁথা মেইল ট্রেন।

সেই নির্ভরযোগ্য একমাত্র মেইল ট্রেন আজ জয়রামপুর স্টেশনে যাত্রা বিরতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে যাচ্ছে। জয়রামপুর গ্রামের ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে আসার মূল তালিকাসক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে জয়রামপুর রেলস্টেশন।বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বড় প্রকল্পের একটি হলো পদ্মা সেতু প্রকল্প। পদ্মা সেতু রেল যোগাযোগের মধ্য দিয়ে ঢাকা খুলনা যোগাযোগ এর নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।সেই ধারাবাহিকতায় খুলনা,দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, মুন্সিগঞ্জ, পোড়াদহ, কুষ্টিয়া, হয়ে ফরিদপুর ভাঙ্গা দিয়ে নকশী কাঁথা মেইল ট্রেনের নতুন রোডম্যাপ তৈরি হয়েছে।নতুন রোডম্যাপে জয়রামপুর স্টেশনে নকশি কাঁথা মেইল ট্রেন ২৫ ও নকশি কাঁথা মেইল ট্রেন ২৬এর যাত্রা বিরতি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।জয়রামপুর স্টেশন চুয়াডাঙ্গা জেলার একটি ঐতিহ্যবাহী রেলস্টেশন। দামুড়হুদা থানার একমাত্র স্টেশন। সেই ঐতিহ্যবাহী স্টেশন অন্ধকারে নেমে যাচ্ছে। একটি রেল স্টেশনের ঐতিহ্য ও আলো

আশেপাশের গ্রামে খেটে খাওয়া দিনমজুর মানুষের বসবাস তাদের চলাচলের একমাত্র বহন হলো এই লোকাল ট্রেন। এই লোকাল ট্রেনের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্ভর করে। অসুস্থ মানুষ এখান থেকে চিকিৎসা নিতে যাই যাতে তাদের যাতায়াত খরচটা কম হয়। কৃষি পণ্য বহন করে খরচ কমানোর জন্য। এই ট্রেনটি যদি এখানে না থামে তাহলে তাদের বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে । এজন্য রেল মন্ত্রণালয় এর কাছে আমাদের দাবি অবিলম্বে জয়রামপুর রেলস্টেশনের লোকবল নিয়োগ এর মাধ্যমে আবারও এই স্টেশনটাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

দর্শনায় কেরুর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের কমিটি গঠন

দর্শনার ঐতিহ্যবাহী কেরু এন্ড কোম্পানি চিনিকলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের নিয়ে কল্যান ট্রাস্ট নামের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ সকাল দশটায় সূর্যসেনা শ্রমজীবী সংগঠন প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে শতাধিক অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অন্তরের গভীর কষ্টের কথা তুলে ধরে বক্তারা বলেন, জীবনের দীর্ঘ সময় চাকরি করার সূত্রে কেরু এন্ড কোম্পানিতে সময় কেটেছে।

এ সময়ের মধ্যে সহকর্মী ও শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচন সূত্রে বিভিন্ন সংগঠনে নেতাদের খুব আস্থাভাজন হয়ে ওঠাও সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় চাকরি থেকে অবসর নিলে সহকর্মীসহ কোন নেতাই আর খোঁজ রাখে না। আর এটাই বাস্তবতা। একজন চাকরিজীবী অবসরে গেলে সে বড় একা হয়ে পড়ে ও শরীর থেকে শুরু করে মানসিকতাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় সঙ্গ দেওয়ার কেউ থাকে না। এছাড়া অবসরে যাওয়ার পর বিভিন্ন ফান্ডের টাকা উত্তোলনের জন্য চরম বেগ পেতে হয়। কেউই তখন অবসরপ্রাপ্ত এ সকল শ্রমিক ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় খুব একটা এগিয়ে আসে না। এছাড়াও সহকর্মীরা যদি একটি স্থানে এসে

একসাথে বসে কিছু সময় কাটায় তাহলে মন মানসিকতা ভালো থাকবে বলে জানাই বক্তারা। এ সকল দিক বিবেচনা করে কেরুর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট নামের এ কমিটি গঠন করা হয়।

অবসরপ্রাপ্ত সিআইসি হাফিজুল ইসলামকে আহবায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে বাকি সদস্যরা হলেন সদস্য সচিব জুলফিকার হায়দার, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম, দপ্তর সম্পাদক মোশাররফ হোসেন, ক্যাশিয়ার আহমদ হোসেন, কার্যকরী সদস্য আব্দুল জলিল, আব্দুল হান্নান, আতিয়ার রহমান, একরামুল হক।

দামুড়হুদায় দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কেক কেটে জম্মদিন পালন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার দিকে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবীরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির, বিশেষ অতিথি দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলি, সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবীর ইউসুফ ও থানা শ্রমিক লীগের সভাপতি আব্দুর কাদির উপস্থিত থেকে এই কেক কাটা হয়।

এ সময় অতিথিরা বলেন, চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকা জম্মলগ্ন থেকে বস্তুনিষ্ঠা সংবাদ পরিবেশন করে আসছে।দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকা একটি পরিছন্ন পত্রিকা। আমরা যতটুকু জানি এই পত্রিকার মান অনেক ভালো। এই পত্রিকা উওর উওর সমৃদ্ধি হোক ও আরো ভালো ভালো সংবাদ পরিবেশন করুন এ প্রত্যশা করি।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হবি, সিনিয়র সহসভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ,সিনিয়র সাংবাদিক তাছির আহাম্মেদ,জাহিদুল ইসলাম মুকুল, এস এম সুজন, রকিবুল হাসান তোতা, মশিউর রহমান, হেলাল উদ্দিন সহ সাংবাদিকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার দামুড়হুদা ব্যুরো প্রধান মোজাম্মেল শিশির।

চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রাণকেন্দ্রে একসাথে ৮ দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

চুয়াডাঙ্গা শহরে দিনের বেলায় ৮টি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে পৌনে ৯টা পযর্ন্ত একই সময়ে শহরের প্রাণকেন্দ্রে সদর থানার সামনেসহ তিন দিকের তিনটি মার্কেটে এ অপরাধ কর্মকান্ড চালায় চোর চক্র। এতে প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষাধিক নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার চুরি গেছে বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা। মার্কেটের সিসিটিভি ক্যামেরায় চুরির দৃশ্য ধরা পড়েছে।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দিনের বেলায় শহরের প্রাণকেন্দ্রে একসাথে একযোগে কয়েকটি মার্কেট টার্গেট করে চুরির ঘটনা ভাবিয়ে তুলছে তাদের। পুলিশের নাকের ডগায় এমন দুঃসাহসিক কাজে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত তারা। বিশেষ শহরের প্রাণকেন্দ্রের মতো জায়গায়, আবার সদর থানার সামনে এই চুরি স্বাভাবিক নয়।

পুলিশ ও ব্যবসায়ীরা জানায়, শহরের ফাতেমা প্লাজার আরিফ কম্পিউটার, কম্পিউটার ক্লিনিক, সদর থানার সামনে অঙ্কুশ জুয়েলার্স, মুন্সি সুপার মার্কেটের মিম-বনি শাড়ী কালেকশন, ইরানি টেইলার্স ও পুরাতন গলির সুগন্ধা প্লাজার মারুফ গার্মেন্টেস, নন্দলাল গার্মেন্টস, হবি বোরকা হাউজে এ চুরির ঘটনা ঘটে। এসব দোকান থেকে নগদ সাড়ে ৫ লাখ ও ২ লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার চুরি হয়েছে। একই সময়ে

শহরের আলী হোসেন মার্কেটেও চুরির চেষ্টা চালায় চক্রের সদস্যরা।

এদিকে বেলা ১২টার দিকে মার্কেটগুলো পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান লালন।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান বলেন, কয়েকটি মার্কেটে চুরির ঘটনায় সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পযবেক্ষণ করে পুলিশের একাধিক ইউনিট কাজ শুরু করেছে। দ্রুতই প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা হবে। এসময় তিনি মার্কেটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

চুয়াডাঙ্গায় ফুডেক্সর প্রতিষ্ঠান মালিকে ১ লাখ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ শংকরচন্দ্র ও জালশুকা এলাকায় চুয়াডাঙ্গার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. সজল আহমেদের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে মুড়ি, চানাচুর, সেমাইসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্যাকেজিং প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এসময় নানা অনিয়মের অভিযোগে এক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় তিনি জানান, জালশুকা এলাকায় মেসার্স মাম ফুডেক্স নামক প্রতিষ্ঠানে পূর্বে সতর্ক করা সত্ত্বেও অস্বাস্থ্যকরভাবে সেমাই, চানাচুর ও মুড়ি তৈরি, স্বাস্থ্যবিধি না মানা, কর্মচারীদের টয়লেটে হাত ধোয়ার সাবান হ্যান্ডওয়াস না থাকা, অনুমোদনবিহীনভাবে বাইরের পণ্য নিজেদের নামে প্যাকেজিং করা, পণ্যের প্যাকেটে মিথ্যা বিজ্ঞাপন দেয়া, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ভালো পণ্যের সাথে সংরক্ষণ করে বিক্রয় করা এবং যথাযথভাবে মোড়কীকরণ বিধি না মানার অভিযোগ

প্রমাণিত হয়

এসময় বিভিন্ন অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো. রাশেদ আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩, ৪৪ ও ৫১ ধারায় ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর জিনিসগুলো নষ্ট করে দেওয়া হয়।

এসময় অন্যান্য সব ব্যবসায়ীদের আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার ব্যাপারে সতর্ক করা হয় এবং সচেতনতামুলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. সজল আহমেদ। অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতায় ছিল চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। জনস্বার্থে এই অভিযান চলতে থাকবে বলে জানান তিনি।